# আত্মজীবনী

# আত্মজীবনী

মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.
মুফতি ও মুহাদ্দিস, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
সাবেক প্রধান মুফতি, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া
(বানুরিটাউন) নিউটাউন, করাচি, পাকিস্তান

অনুলিখন
যুবাঈর আহমাদ

ইত্তিহাদ

**মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ**
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২, ০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫
Email: m.ettihad@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

| | |
|---|---|
| **বই** | আত্মজীবনী |
| **মূল** | মুফতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ. |
| **অনুলিখন** | যুবাঈর আহমাদ |
| **বানানসংশোধন** | আহসান ইলিয়াস |
| **প্রকাশক** | মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক |
| **পরিবেশক** | বাংলার প্রকাশন |
| **অনলাইন পরিবেশক** | রকমারি.কম, ওয়াফিলাইফ |
| **প্রকাশকাল** | জানুয়ারি ২০২২ |
| **দ্বিতীয় মুদ্রণ** | জানুয়ারি ২০২২ |
| **গ্রন্থস্বত্ব** | মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ |
| **মূল্য** | ৪০০ (চারশত) টাকা মাত্র |

## ইহ্দা ও অর্পণ

উম্মে আয়মানকে-

আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে তার মাধ্যমে
অল্পসময়ে সবদিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন।
বারাকাল্লাহু ফীহা ওয়া ফী আওলাদিহা!

# এক- স্বপ্নপুরুষের খোঁজে

ধাপ-১

তখন সবেমাত্র উচ্চ মাধ্যমিকে পা দিয়েছি। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় জীবিত দেশীয় আকাবিরদের সাক্ষাতকার বিষয়ক একটি গ্রন্থ হাতে আসে। ধারাবাহিক অধ্যয়নের মাঝে একজন আকাবিরের জীবনীতে চোখ আটকে গেল। সুদীর্ঘ তিন দশক প্রবাসজীবন কাটিয়েছেন। বিশ্বখ্যাত একটি প্রিয় প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সৌভাগ্য জুটেছে তাঁর। দক্ষিণ এশিয়ায় ফিকহের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক যুগের সর্বপ্রথম তাখাসসুস প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে তার; মূলত তিনিই ছিলেন এই প্রোগ্রামের প্রথম ছাত্র। দারুল ইফতার মতো সংবেদনশীল বিভাগের সুদীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা তার ঝুলিতে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেশে ফিরেছেন। এখানেও দীর্ঘ এক দশকের অধিক সময়জুড়ে (তখনকার হিসেবে) প্রতিষ্ঠানের খুঁটি ও বিশেষ পরিচিতি হিসেবে নিরসলভাবে কাজ করে যাচ্ছেন! এসব জানার সাথে সাথেই মনে জেগে ওঠে আকাঙ্ক্ষার বীজ! সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা! একটিবার তাঁর নুরানি চেহারায় দৃষ্টিপাতের আকাঙ্ক্ষা! দুহাত বাড়িয়ে তাঁর পেশানীতে চুমু এঁকে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা!

ধাপ-২

একজন মাওলানা সাহেবকে শুনতাম। দিনরাত একাকার করে শুনতাম। মনের গহীনে পৌঁছে যেত তার আবেদন। মুসলিম উম্মাহর বয়ান তুলে ধরতেন তিনি হৃদয়ের ভেতর লুকানো আগ্নেয়গিরির উত্তাপ নিয়ে। এই আহলে দিল মাওলানার আবেদন তাই শ্রোতার অন্তরকে শুধু নাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হত না, অন্তরের দরদমাখা আহ্বান শ্রোতাকে মাওলানার মিশনের জন্য পাগলপারা করে দিত। তখনো আমি উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডিতেই ছিলাম। একদিন মাওলানার মুখে তাঁরই গুরু, তাঁর শায়েখ ও রাহবার, তাঁর জীবন গড়ে দেওয়ার কারিগরের নাম শুনি। হিন্দুস্থানি মুহাজির এক খান্দানি মুফতি সাহেব ছিলেন তিনি। আপাদমস্তক একজন সাদাসিধা মানুষ। দেখে বোঝার উপায় নেই

এমন সাধারণ মানুষটির মাঝে কী অসাধারণ তেজ ও স্পৃহা লুকিয়ে আছে। সময়ের জালিমদের জুলুমি সিদ্ধান্ত সবসময় প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। সাতপুরুষজুড়ে বয়ে নিয়ে চলা আসমানি আমানত শুধু বংশধারায় সীমাবদ্ধ না রেখে এই মনীষা তাঁর একান্ত শাগরেদদের মাঝেও সমানভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন। আমার স্বপ্নের পুরুষ ক্ষণজন্মা এই মনীষার হাতে গড়া বিশিষ্ট ও নিকটতম শাগরেদ। যেদিন একথা জানলাম, সেদিন থেকে এই মানুষটিকে এক নজর দেখার জন্য মনের ব্যাকুলতা আরও বহুগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু কী করার ছিল! আমি তো তাঁর কর্মস্থল থেকে প্রায় হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিলাম। সাক্ষাতের বাহ্যিক কোনো উপায়-উপকরণও আমার সামনে ছিল না। এর কিছুদিন পূর্বে সবেমাত্র অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে প্রবেশ করার সুযোগ হয়েছিল; কিন্তু এই স্বপ্নপুরুষের নাম বহুবার সার্চ করেও তাঁর কোনো প্রতিচ্ছবি স্ক্রিনে ভেসে উঠল না! কেনো পেলাম না? কারণটা পরে জেনেছিলাম।

ধাপ-৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষবর্ষে পড়ি সেসময়। আকাবিরদের জীবনী বিষয়ক বই খুঁজতে গিয়ে হিন্দুস্থানি সেই মনীষার জীবনী খুঁজে পাই। তাঁরই এক শাগরেদ কর্তৃক রচিত। স্বাভাবিকভাবেই নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে বসে যাই পড়তে। কিন্তু ভূমিকা ছেড়ে মূলপাঠে যেতেই বিরাট এক ধাক্কা খাই! এ কী! পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মনীষাকে নিয়ে আমার স্বপ্নপুরুষের ভাষ্য উল্লেখ হয়েছে। মনীষার জীবনীর নানা দিক, নানামাত্রিক বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো অন্য কেউ নয়, আমার স্বপ্নপুরুষের ভাষ্যে সেখানে উঠে এসেছে। খুব বেশি এগোতে পারছিলাম না পাঠে। প্রতি দুই পৃষ্ঠা অন্তর অন্তর থেমে ট্যাবটি বুকে আগলে ধরছিলাম। আজও মনে পড়ে, হ্যাঁ ঠিকই! বুকে আগলেই রাখছিলাম। মনে তখন চিন্তার ঝড়! কী মহান এই ব্যক্তিত্ব! এ মাটি তাঁকে এত অনাড়ম্বরভাবে কীভাবে ধরে রেখেছে! তাঁকে নিয়ে কারও কোনো উচ্ছ্বাস নেই, নেই তাকে তুলে ধরার কোনো আন্তরিক প্রয়াস! কী নিষ্ঠুর! কী পাষাণ এই মাটি! বইটির প্রায় প্রতিটি পাতা উস্তাদ-শাগরেদের এক অপূর্ব রসায়ন তুলে ধরছিল। আমার স্বল্প-অধ্যয়নে দুর্বল স্মৃতিতে জমা হওয়া ইতিহাসের ঝাঁপি থেকে উস্তাদ-শাগরেদের পাতাগুলো একে একে খুলে যাচ্ছিল ধারাবাহিক ভঙ্গিতে। মনে হচ্ছিল আলকামা তাঁর ভাষ্যে ইবনে মাসউদকে বর্ণনা করছেন; ইবনুল মুবারক বৈশিষ্ট্যায়ন করছেন ইমাম আযমের ব্যক্তিত্বকে; ইবনুল কাইয়িম তুলে ধরছেন ইবনে তাইমিয়াকে; শাহ আবদুল আযিয মহান পিতা শাহ ওয়ালিউল্লাহকে অনুপম ভঙ্গিকে উচ্চারণ করছেন; শাইখুল ইসলাম অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে শাইখুল হিন্দের মাল্টার গোপন কথাগুলো বয়ান করছেন; শাইখুল হাদিস বর্ণনা করছেন সাহারানপুরির গবেষণার নানামাত্রিক কর্মপদ্ধতি; শাইখুল ইসলাম তাঁর মহান পিতা মুফতিয়ে আজমের হিজরত বর্ণনা করছেন; অথবা রিয়াদের বাংলোতে মুহাক্কিকুল

আসরের উজ্জ্বল সৌম্যকান্ত চেহারার সামনে দোজানু হয়ে বসে একমনে কিতাব তাহকিক করে চলেছেন মুফতি সাহেবের অত্যন্ত প্রিয় 'মৌলবি মুখতাসার'! আমি আর এগোতে পারিনি। সেই দফা অপূর্ণাঙ্গই ছিল কিতাবটি। বহুদিন পর সেটি পুনরায় অধ্যয়নের সুযোগ হয়।

এই বইটি যখন পাঠ করছিলাম, তখন আমার স্বপ্নপুরুষ প্রৌঢ়ত্বের প্রায় শেষপর্যায়ে। কিছু মাধ্যমে তাঁর খোঁজখবর নিতাম। কিন্তু গিফার গোত্রের সেই মহান সাহাবির মতো সেসব খবর আমাকে কোনোরূপ সন্তুষ্ট করত না। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিই, রবের দরবারে উপায়-উপকরণহীন অবস্থায় খালেস তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে একবার চেয়ে দেখব, কী হয়! যদি অন্তর বিশুদ্ধ থাকে, চাওয়া আন্তরিক হয়, সাক্ষাতের ইচ্ছায় শুধু লিল্লাহিয়াত থাকে; তাহলে অবশ্যই এই দোয়া আসমানে পৌঁছাবে।

ধাপ-৪

গ্র্যাজুয়েশনের শেষদিকে একসময় রাজধানী যাওয়ার সুযোগ ঘটে। তখন ২০১৯-এর পড়ন্ত বেলা। বাহ্যত চরিত্রে গুরুগম্ভীর এক প্রকাশক আমার হাত ধরে অপর একজন বুজুর্গ স্বভাবের রুচিশীল প্রকাশকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। গল্পে গল্পে জানতে পারি, তিনি আমার সেই স্বপ্নপুরুষের খুব নিকটতম স্নেহধন্য শাগরেদ। তথ্যটি শুনে চেপে রাখা ইচ্ছা আমার মনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জেগে ওঠে। লাজশরম ভুলে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করে ফেলি, হজরতের মতো ব্যক্তিত্বের আত্মজীবনী সংগ্রহ করে প্রকাশের ব্যাপারে তাদের পরিকল্পনা কথা! জিজ্ঞাসার সাথে সাথে আমাকে অবাক করে দিয়ে আগ্রহ নিয়ে ইতিবাচক জবাব দেন প্রকাশক মহোদয়। কাজটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে হজরতের উচ্চমার্গীয় উর্দুকে ধারণা করতে পারবেন, এমন কাউকেই প্রয়োজন ছিল। আমি প্রস্তাব করি, খুব ভালো লেখেন এমন কোনো প্রত্যয়দীপ্ত তরুণ লিখিয়েকে এই প্রকল্পে শামিল করা হোক। কিন্তু উপস্থিত প্রকাশকদ্বয় আচমকা আমাকে চেপে ধরেন- আপনিই যেহেতু এই প্রকল্পের ধারণা দিয়েছেন, কাজটা আপনিই করুন। এই দুঃসাহস দেখাবার স্পর্ধা আমার কোনোকালেই ছিল না। কেননা, স্বপ্নপুরুষের সান্নিধ্য নেবার ঐকান্তিক ইচ্ছা মনমাঝে সদাজাগ্রত থাকলেও আমার কলম এতটাও শক্তিশালী ছিল না যে, তাঁকে আমি আমার কলমে ধারণ করব! ওদিকে প্রকাশক মহোদয় বলছিলেন, এমন একটি প্রকল্পের ব্যাপারে খুব বিলম্ব না করাই ভালো। আপনি না এগিয়ে এলে হয়তো এই প্রকল্প এখানেই মুখ থুবড়ে পড়বে। আর হজরতের স্বাস্থ্যও সবিশেষ ভালো না। এসব শোনার পর আর নিজেকে পিছিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। স্বপ্নপূরণের এত কাছে এসে শিহরিত হয়ে উঠেছিলাম। আবেগাপ্লুত মনে স্বর প্রকাশে অপারগ হয়ে মাথা হেলিয়ে ইতিবাচক জবাব দিই। পরিকল্পনার পর এবার ছিল প্রত্যয় পূরণের পালা। কিন্তু... কদ্দারাল্লাহু মা শা আ!

জীবনের ব্যস্ততায় এরপর আমি নিজেই হারিয়ে যাই। শিক্ষাজীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে খুবই চিন্তিত ছিলাম কর্মজীবনে কোন পথে পা বাড়াব, জটিল এই ভাবনায়। দেখতে দেখতে কয়েক মাস এভাবেই কেটে যায়। এরপর মালিকের ইশারায় কোনোভাবে প্রকল্পটি নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। আমার না অবশ্য, প্রকাশক ভাইয়ার তাগাদায়। সুযোগ হয় তথ্য সংগ্রহের জন্য হজরতের সান্নিধ্যে পৌঁছাবার।

## দুই- সান্নিধ্যের পরশে

হজরতের সান্নিধ্যপরশে ধন্য হবার জন্য উম্মুল মাদারিসে পৌঁছাই। কয়েকদিন অপেক্ষার পর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যার জন্য আমি দীর্ঘ প্রায় এক দশক যাবত চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করে গেছি। আজ সেই কাঙ্ক্ষিত ক্ষণটি আমাকে আনন্দিত করবে, তা না- উলটো আমি নার্ভাসনেসে ভুগতে শুরু করি। প্রকাশক ভাইয়ার হাত ধরে তবু ধীর পায়ে প্রবেশ করি জামিয়ার ফটকে। বেলা গড়াচ্ছিল তখন। সূর্য মধ্যগগন পেরিয়ে যাচ্ছিল প্রায়। আমরা জামিয়ার বিশাল মাঠে এসে দাঁড়াই। কিছুক্ষণ অসহ্য অপেক্ষার পর ভাইয়া বললেন, ওই যে হজরত আসছেন! তৈরি হোন। ভাইয়ার কথায় বিদ্যুৎ খেলে যায় আমার শরীরে। চকিত ঘুরে দাঁড়াই পশ্চিমমুখে। তাকিয়ে দেখি, দুজন সৌভাগ্যবান ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে এক সৌম্যকান্ত বুজুর্গ দরবেশ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছেন! মাথায় সাদা পাগড়ি। মুখের নুরানি দাঁড়িগুলো অধিকাংশই শাদা হয়ে গেছে। পরনে একটা খাকি জুব্বা। তার উপর শীতের উপযোগী একটা সোয়েটার-কোট। ধীরপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামার পর হাতে ওয়াকার ধরনের একটা লাঠি চেয়ে নিলেন। এরপর অত্যন্ত ঋজুতার সাথে বেশ কিছু কদম হেঁটে এলেন। মাঠে বেঞ্চ পাতা ছিল। কিন্তু হজরত সেখানে আসার পূর্বেই দুজন ফিদা ছাত্রভাই দৌড়ে গিয়ে একটি চেয়ার নিয়ে এলেন। হজরত চুপচাপ সেখানে এসে বসে গেলেন। কিছুটা কষ্ট মনে হয় হয়েছিল। বসার পর কালিমার উচ্চারণে তাই হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমাদের দাঁড়ানো দেখে বসতে ইশারা দিলেন; আমরাও বসে পড়লাম। আমি অত্যন্ত কাচুমাচু ভঙ্গিতে প্রকাশক ভাইয়ার গায়ের সাথে এঁটে বসে ছিলাম, এখনো চিত্রটি চোখে ভাসে। এরপর সালাম-কালাম ও পরিচয়পর্ব। হাল্কা কিছু আলাপ হয়েছিল। আমি অবশ্য তেমন কথা না বলে তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আভা উপভোগ করছিলাম।

এর ঠিক কিছুদিন পর হজরতের সান্নিধ্যে তার ব্যক্তিগত কামরায় সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। পরিচয়পর্ব হয়; তবে এবার আগমনের উদ্দেশ্য সামনে রেখে। এসময় হজরত তার পারিবারিক জীবনে চলমান কিছু পেরেশানির কথা আমাদের খুলে বলেন। বিষয়গুলো আমাদের নাড়িয়ে দেয়। সেদিন ফিরে এসে প্রচণ্ড হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল, কোনো বড় গুনাহের ফলেই আমার এই মাহরুমি। ক্ষণিকের

সাক্ষাতেই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে অমূল্য নেয়ামত। হজরতের পেরেশান অবস্থায় তার আত্মজীবনীর প্রকল্প শুরু করা সম্ভব নয়, এটা সবাই বুঝতে পারছিল। দেখতে দেখতে প্রায় এক সপ্তাহ চলে যায়। আমি একরকম আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। এসময় প্রকাশক ভাইয়া আমাকে বারবার সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। ধৈর্যের সবক শোনাচ্ছিলেন নিয়মিত। কিন্তু এই অশান্ত মন কোনোভাবেই প্রশান্ত হচ্ছিল না। সারাদিন কোনো কাজ না থাকায় দোয়া-ইসতিগফার চালিয়ে যাচ্ছিলাম। একদিন ভাইয়া খবর দিলেন, হে হতাশাগ্রস্ত ভাই, আপনার জন্য সুখবর! চাইলে কাল থেকে প্রকল্প আরম্ভ করা যাবে। আমি খুশিতে পাশের মসজিদে শোকরানা আদায় করি!

এরপর হজরতের অনুমতিক্রমে প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয়। প্রতিদিন দুবেলা বসতাম আমরা। হজরত তার প্রিয় খাটে আধোশোয়া অবস্থায় থাকতেন। আমি হজরতের চরণতলে বসে পড়তাম। তিনি আমার জন্য একটা চেয়ারের ব্যবস্থা করে রাখতেন; কিন্তু প্রথম দশদিন আমি নিচেই বসেছি। দেওবন্দি ইতিহাসের প্রথম চিত্র কিছুটা জাগ্রত করে তালিবে ইলমির এমন পরিবেশ গড়ে তোলার অনুপম ও অমূল্য সুযোগ কি আর কখনো হবে-একথা ভেবে পুলকিত হতাম। প্রতিদিন বেশ কয়েকঘণ্টা করে তার সান্নিধ্য গ্রহণের সুযোগ হতো। একদম একা! যদিও সেসময় হজরত অত্যন্ত দুর্বল, অসুস্থ এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। এরপরেও লক্ষ করতাম, হজরত তার তীক্ষ্ণধার স্মৃতি থেকে জীবনের খুঁটিনাটি দিক তুলে ধরতেন। পরে বলেছিলেন, আমার প্রশ্নগুলোর জবাবে মৌলিক তথ্য হিসেবে টুকরো স্মৃতিগুলোই তিনি আলোচনা করেছেন! এভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় তথ্য সংগ্রহ।

পরিপূর্ণ সুস্থ ও মানসিকভাবে প্রফুল্ল থাকলে স্মৃতির মণিকোঠা থেকে আরও ইলম ও ইতিহাস বেরিয়ে আসত, এটা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করি। তবে যতটুকুই হোক, আলোচনাগুলো ছিল অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। মনে হতো যেন আমি সত্তরের দশকে আল্লামা বানুরির দরসে বসে আছি। আল্লামা আবদুর রশিদ নুমানি যেন হজরতকে হাতে-কলমে মাকালা লেখা শেখাচ্ছেন, এমন দৃশ্য তার চোখের তারায় জেগে উঠতে দেখতাম। হজরত মূলত উর্দুতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। তথ্যসংগ্রহ তাই এই ভাষাতেই হতো। আহলে ইলম খুব ভালোভাবেই জানেন হজরতের উর্দু কত বেশি চমৎকার ও প্রাঞ্জল! আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করেও তাঁর খুব কমই মাতৃভাষায় প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছি। পাঠকমহলের কাছে সেজন্য আন্তরিকভাবে আমার অক্ষমতা প্রকাশ করছি। আবারও স্বীকার করছি, এই প্রকল্পে নবীন কোনো প্রাণোচ্ছল যোগ্যতর তরুণ অথবা অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ কোনো প্রবীণ হাতের ছোঁয়া থাকলে কাজটি আরও বহুগুণে সৃজনশীল ও মাহাত্ম্যপূর্ণ হয়ে উঠত!

এখানে একটি তথ্য দিয়ে রাখি। হজরতের একান্ত ইচ্ছা অনুযায়ী কাজটি প্রথমে উর্দুতে আনার কথা ছিল। কিন্তু নানাবিধ কারণে সেটি বিলম্বিত হয়। প্রথমে বাংলা

সংস্করণ প্রস্তুত হলে সেটি পৌঁছে যায় মুফতিয়ে আজমের দরবারে। তার সুযোগ্য সাহেবজাদা মাওলানা ইসহাক সাহেবের সহায়তায় হজরত প্রচুর সময় নিয়ে পুরো পাণ্ডুলিপি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেছেন। মনোযোগের মাত্রা কতটা বেশি ছিল, তা সম্পাদিত পাণ্ডুলিপির দিকে শুধু এক নজর তাকালেই বোঝা যাবে। মূলত যখন তিনি পাণ্ডুলিপি শ্রবণ করছিলেন, তখন মাশাআল্লাহ সুস্থ ও বহাল তবিয়তে ছিলেন। মস্তিষ্কে তেমন কোনো পেরেশানিও ছিল না। ফলে এই দফা তার প্রখত স্মৃতিশক্তির চমক দেখার সুযোগ হয় আমাদের। পুরো পাণ্ডুলিপিজুড়ে এত সূক্ষ্ম সব সংশোধনী ও সংযোজন দিয়েছেন, যা সত্তরোর্ধ্ব একজন ব্যক্তির পক্ষে প্রায় অসম্ভবই বটে। আমাকে একবার ফোন করে বলেছিলেন—এটি তার সাথে আমার শেষ ফোনালাপ ছিল—ভাই, জারা আসান আলফাজ মে লিখনা! তা ক্য হার আদমি মেরি বাত সামাঝ স্যক্যে! হজরতের খুব ইচ্ছা ছিল, আরও কিছু তথ্য প্রদান করে-বিশেষভাবে তার রচিত গ্রন্থগুলোর পেছনের ইতিহাস ও তালিকায় থাকা বেশ কিছু অধরা প্রকল্পের আলোচনা করে আত্মজীবনীর কাজটি আরও সমৃদ্ধ করবেন। কিন্তু ...! নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু!

چراغ علم بجھا ہے یقین نہیں آتا

یہ سانحہ بھی ہو اب یقین نہیں آتا

## তিন- অমর স্মৃতি

এ তো গেল হজরতের নিকট পৌঁছানো ও তথ্যসংগ্রহের পেছনের গল্প। এবার একটু কাজ ও কাজের ধরন নিয়ে আলোচনা হোক।

আত্মজীবনী! সাহিত্যের এই জনরাটি খুবই চিত্তাকর্ষক, একইসাথে শিক্ষণীয়। আসমানিগ্রন্থের পর সম্ভবত সবচেয়ে শিক্ষণীয় সাহিত্য হলো আত্মজীবনী। এখানে উপস্থাপিত তথ্যে সত্যের পরিমাণ থাকে অনেকটাই বেশি। এটি সবসময় বেঁচে থাকা ব্যক্তিটি নিজেই লিখে থাকেন। সাধারণ বাস্তবতা এমনই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম হয়। যেমন অনুলিখনমূলক আত্মজীবনী। এখানে মূলত ব্যক্তি তাঁর জীবনকে নিজ ভাষায় বলে যান। উপস্থিত একজন অনুলেখক সেসব তথ্য সংকলনের গুরুভার বহন করেন। পরবর্তী সময়ে তথ্য যাচাই-বাছাই ও যথাযথ সম্পাদনা শেষে গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখে। এক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি কিছুটা বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। কেননা, এখানে প্রাইমারি ভাষা ছিল উর্দু। তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল অডিওতে। ফলে প্রথমে উর্দু ভাষায় একটা খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। এরপর সেখান থেকে পুনরায় মাতৃভাষায় রূপায়িত হয়েছে গ্রন্থটি। পাঠক, ভাষা পরিবর্তনের এই পিচ্ছিল অবস্থার কথা শুনে বিচলিত হবার কিছু নেই। বাংলা পাণ্ডুলিপি খোদ কথক (মুফতিয়ে আজম) আদ্যোপান্ত শুনে শেষ করেছেন। প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও সংযোজন-বিয়োজনের দুরূহ কাজটি তিনি নিজেই

আনজাম দিয়েছেন। এ যেন তার উপর একটি আমানত ছিল। তা নাহলে ইহলোক ত্যাগের মাত্র দু সপ্তাহ পূর্বে কীভাবে এই প্রকল্পটি তিনি শেষ করবেন! মহান রব তাকে সর্বোত্তম জান্নাতে অবস্থান দান করুন।

আত্মজীবনীতে বেশ কিছু অনুষঙ্গ স্থান পায়। এর মাঝে সবকটি সব ধরনের আত্মজীবনীতে উপস্থিত থাকে না। যেমন একটি অনুষঙ্গ হলো আত্ম-উন্মোচন। ব্যক্তি যেখানে নিজ উদ্যোগে নিজেকে জানানোর চেষ্টা করে। পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে বর্ণাঢ্য জীবনের নানা সফলতা ও অর্জন। তবে ইসলামি ও ইলমি ব্যক্তিদের আত্মজীবনীতে এই অনুষঙ্গটি উহ্যপ্রায়। প্রয়োজনীয় ও শিক্ষামূলক তথ্য ছাড়া তারা নিজেদের জীবনকে খুব বেশি খোলসমুক্ত করতে চান না। হজরতকে নিয়ে আলোচ্য কাজটিতেও এমন পরিস্থিতি দেখা গেছে। জীবন-পরবর্তী স্মারকে হয়তো এমন মানুষদের স্বচ্ছ-নির্মল-মাবরুক জীবন স্বমহিমায় ভাস্বরিত হয়ে থাকে।

অনেকে বলে থাকেন আত্মজীবনীর চেয়ে স্মারকগ্রন্থ অধিকতর মূল্যবান। কথাটির সাথে আমিও দ্বিমত করব না। তবে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। ব্যক্তির আত্মজৈবনিক তথ্যাদি তাঁর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত না থাকলে অনেক সময় স্মারকে অতিরঞ্জন (exaggerated information) অথবা ভুল তথ্যের (Misinformation) শিকার হয়ে থাকে পাঠকসমাজ। আত্মজীবনী না থাকা অধিকাংশ স্মারকে এমন অজস্র ঘটনা পাওয়া যায়, যা সঠিক তথ্যের বাহককে অত্যন্ত বিব্রত ও অস্বস্তিতে ফেলে থাকে। এজন্য কিংবদন্তি বা সচেতন লেখক-গবেষকরা সুস্থ ও স্বাস্থ্য থাকতেই শেষজীবনে আত্মজীবনী লিখে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। এতে করে তথ্যের বিশুদ্ধতা অটুট থাকা ও পরবর্তী সময়ে স্মারকগ্রন্থ সমৃদ্ধ হওয়ার কাজটি সহজ হয়।

মনীষীদের জীবনী সাহিত্যের যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জনরা, ঠিক একইভাবে শিক্ষালাভ ও আত্মিক উৎকর্ষলাভেরও অন্যতম মাধ্যম। আল্লামা ইবনুল জাওযি তার বিখ্যাত গ্রন্থ সাইদুল খাতিরে লিখেছেন—"আমি গভীরভাবে ভেবে দেখেছি, শুধুমাত্র ফিকহ ও হাদিস শ্রবণে শ্রম ব্যয় করার মাধ্যমে ব্যক্তির মাঝে পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও উৎকর্ষ জন্ম নেয় না। এর সাথে সম্পূরক হিসেবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দিকগুলোর অন্যতম হলো- পূর্ববর্তী নেক, খোদাভীরু ও আল্লাহওয়ালা সালাফের জীবনী অধ্যয়ন করা। হারাম-হালাল নিয়ে দিনরাত পর্যালোচনার পাশাপাশি এমন সালাফদের জীবনী পাঠ অতীব জরুরি, যারা তাদের ব্যক্তিজীবনে ইসলামকে ঠিক সেভাবে চর্চা করে গেছেন, যেভাবে এটি নবীজির উপর নাজিল করা হয়েছে। তাদের জীবনীপাঠের পর অন্তরে যে পরিমাণ আমলের ঝোঁক ও আল্লাহকে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তা শুধু অভিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করবেন। মনে রাখবেন, আমি বহু মনীষীর নিকট থেকে এই শিক্ষাটি শ্রবণের পাশাপাশি নিজেও বহুবার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছি। সাধারণত মুহাদ্দিসরা উঁচুমানের হাদিস সংগ্রহে নিজেদের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে থাকেন। ফকিহরা তাদের দিনরাত একাকার করেন দলিলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের মত দুর্বল দেখানোর জন্য।

কিন্তু এতসবের মাঝেও তারা একটি সময় পৃথক করে নিতেন। এই প্রহরে তারা ওলি-আল্লাহ বুজুর্গদের দরবারে গমন করতেন—কোনো পেশাগত উদ্দেশ্যে নয়; শুধু তাদের জীবনপ্রণালি পর্যবেক্ষণ করতে। এটা সেই জীবনধারা, কিতাব ও সুন্নাত থেকে যার শুদ্ধ রূপ প্রণয়নে তাদের (মুহাদ্দিস ও ফকিহ) জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। অথচ এই সালাফরাই প্রহরের পর প্রহর এই আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য গ্রহণ করতেন। অবশ্যই এর ইতিবাচক প্রভাব তারা তাদের জীবনে উপলব্ধি করতেন। আমাদেরও উচিত, তত্ত্বমূলক জ্ঞানগবেষণার পাশাপাশি বেশি বেশি সিরাত ও সালাফদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা। এটাই সেই কাজ—দীনের উপর চলার পথ মসৃণ করতে যা আমাদের সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে থাকে।" (সাইদুল খাতির)

মুফতীয়ে আজম বাংলাদেশ। একটি নাম। একটি স্বর্ণালি প্রজন্মের ইতিহাস। উপমহাদেশের সমকালীন ইসলামি ও ইলমি মহলের প্রায় অনেকের মুরুব্বি তিনি। ভারতবর্ষ ভাগের পর সৃষ্ট ইসলামি প্রজাতন্ত্রে কীভাবে নতুনভাবে ইসলামি জ্ঞানের শাখাগুলো তৎকালীন বিশেষজ্ঞরা ঢেলে সাজিয়েছিলেন, সেই ইতিহাসের জ্বলন্ত সাক্ষী তিনি। খুব কাছে থেকে তাদের সুদীর্ঘ সান্নিধ্য গ্রহণ করে অনন্য সব স্মৃতি বহন করেছেন এই বুজুর্গ মানুষটি। জীবনসায়াহ্নে এসে অশীতিপর এই জ্ঞানতাপস সেসব স্মৃতি রোমন্থন করে গেছেন, অনায়াসে অবলীলায়।

যাদের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন, স্মৃতির পাতায় তাদের আলোচনা উঠে আসার সময় মানুষটি কতটা আবেগি হয়ে পড়তেন, তা যদি পাঠককে দেখানো যেত! বিশেষ করে মুফতীয়ে আজম হজরত ওয়ালি হাসান টুংকি সাহেব, মুহাদ্দিসুল আসর আল্লামা ইউসুফ বানুরি সাহেবের নাম উঠলেই সাথে সাথে অশ্রুসজল হয়ে ওঠা আখিযুগলের স্মৃতি আমার মস্তিষ্কের কোঠায় জীবনভর অমর হয়ে থাকবে। উসতাদের প্রতি চূড়ান্ত আবেগ ও মহব্বতের এক অত্যুজ্জ্বল নমুনা দেখেছি আমি তাঁর মাঝে।

ছোটবেলা থেকেই মানুষটি অনুপম বিনয় ও চূড়ান্ত আনুগত্য নিয়ে বেড়ে উঠেছেন। স্কুলগমনে অনাগ্রহ থাকায় বেশ কয়েক বছর পিতার পক্ষ থেকে জমিতে নির্বাসন পেয়েছিলেন, তবু স্কুলে ফিরে তাকাননি। এমন গোয়ার্তুমি করে জীবনে টিকে যাওয়াটা সহজ ছিল না। অনেকেই এখানে হার মানে, তিনি মানেননি। যাপিত জীবনের ব্যস্ততাও তাকে কলুষিত করেনি কখনো। করেছেন সহজ-সরল নির্লোভ জীবনযাপন। দুনিয়ার প্রতি প্রাকৃতিকভাবে অনাসক্ত ব্যক্তিত্বের এক উজ্জ্বল নমুনা তিনি। ইলমের গাম্ভীর্যও ছিল, আবার সাধারণের সাথে মিশে যাওয়ার অসাধারণ সরলতাও ছিল তাঁর নির্মল চরিত্রে। উলাইকা আবাঈ, ফাজি'নী বিমিসলিহিম!

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের মৌলিক পাঠকশ্রেণি (Target Audience) যেহেতু আহলে ইলম, তাই কাজের সময় অতিরিক্ত টীকা ব্যবহারের দুঃসাহস দেখাতে যাইনি। ধারাবাহিক পাঠ যেন সাবলীলতা পায়, এই প্রচেষ্টা ছিল সর্বোচ্চ, সর্বত্রই। হজরত উর্দুতে খুবই সাবলীল

হবার পাশাপাশি অত্যন্ত প্রাঞ্জলতাও ধরে রাখতেন সমানতালে। বাঙলায়নের সময় এই মুন্সিয়ানা দেখানো আমার পক্ষে ঠিক সেভাবে সম্ভব হয়নি, যেভাবে তিনি উর্দুর ক্ষেত্রে প্রদর্শন করেছেন। আসলে এমন কাজের জন্য খুবই দক্ষ ও প্রবীণ হাতের প্রয়োজন ছিল হয়তো। জানি না অযোগ্যরা কীভাবে সুযোগ পেয়ে গেছে!

হজরতের সুবিশাল ব্যক্তিত্বের ধারণা নানাভাবে তুলে ধরা সম্ভব। সাধারণ পাঠকদের জন্য আমি দুয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে দিতে চাই।

* একবার আল্লামা ইউসুফ বানুরি রহ. বানুরিটাউনের একটি ফতোয়ায় দারুল উলুম করাচি ও দারুল উলুম দেওবন্দের বিপরীত মত দেখতে পান। সেসময় তিনি লন্ডনে অবস্থান করছিলেন। দেশে ফিরে যাচাইয়ের জন্য মুফতি সাহেবকে ডেকে আনান। তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পর দেখেন বানুরিটাউনের ফতোয়া অধিকতর বিশুদ্ধ। তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন- মুফতি সাহেব (ওয়ালি হাসান সাহেব) আর তোমার উপর আমার ভরসা আছে। তোমরা সহজেই ভুল করো না।

* সমকালীন যুগে ইতিহাসগবেষণায় অতি পরিচিত নাম মাওলানা ইসমাইল রেহান। এই মাওলানা সাহেব হজরত মুফতিয়ে আজমকে নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অভিমত দিয়েছেন। সেখানে তার একটি বাক্য ছিল এরূপ-'এমন আকাবিরদের নিয়ে লেখার জন্যও বিরাট হিম্মতের প্রয়োজন।'

* আমাদের মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবের ভাষ্যমতে-প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমি হজরতের শাগরেদ হতে না পারলেও তাঁর থেকে এবং তাঁর কুতুবখানা থেকে অনেক অনেক উপকৃত হয়েছি। আর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ যে, হজরত আমাকে শাগরেদদের মতোই মহব্বত করতেন। একসময় হজরত আমাকে স্নেহ করে 'মৌলবি মুখতাসার' বলে স্মরণ করতেন।

* একজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক হজরতের জানাজার চিত্র দেখার পর বলেছিলেন-একটা জানাজা দিয়ে শিক্ষকতার সারাজীবনের অর্জন খাটো করছি না, কিন্তু নিজ ব্রেইন চাইল্ডের কাঁধে চড়ে বা তাদের ধ্বনিতে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার লোভ সামলানোও অপ্রত্যাশিত না! প্রচলিত পড়াশোনায় কোথাও একটা মিসিং লিংক আছে। জেনারেল ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে আত্মার বন্ধনটা কোথায় জানি একটু স্যালো'!

ফখরুল ইসলাম হিমেল

সহকারী অধ্যাপক, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

তথ্যসংগ্রহের পর অনুলিখন ও অনুবাদের সময় আমি আরেকবার জীবনঘনিষ্ঠ কিছু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ি। মূলত কর্মজীবন নিয়ে দ্বিধান্বিত থাকায় আমি মানসিকভাবে খুব চিন্তিত থাকতাম। ফলে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কিছু সময় বেশি লেগে যায়। প্রকাশক মহোদয় অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সেসময় আমাকে সহ্য করে গেছেন। তাঁর সহনশীলতাকে

আমি সালাম জানাই। কাজ চলাকালে সার্বিক দিক থেকে তিনি অধমকে সহযোগিতা করে গেছেন। হজরতের শিষ্যত্বের সৌরভ আমি তাঁর মাঝে শুরু থেকেই দেখে এসেছি। আল্লাহ তায়ালা আহলে ইলমকে আহলে আখলাক হিসেবে উম্মতের সামনে মুকাওয়াম রাখুন।

কাজটিকে আত্মজীবনীর ধাঁচে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে—হজরতের সমৃদ্ধ জীবনের সব কিছু যদিও এত স্বল্প পরিসরে তুলে আনা সম্ভব হয়নি। তবে সাধ্যমত গুছানোর প্রয়াস চালানো হয়েছে। প্রথম সংস্করণে একে খুব বেশি না গুছিয়ে হজরত যেই ধারায় বলে গেছেন, ঠিক সেভাবেই রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পাঠকদের পক্ষ থেকে পরামর্শ এলে এর বিন্যাসে পরিবর্তন আনার কথা বিবেচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসংগ্রহের প্রাক্কালে প্রকল্পের একেবারে শেষসময়ে এসে অনন্য সাধারণ কিছু নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছি। স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি এসব নেয়ামত নসিবে হবে। এমন একজন শায়েখের একান্ত সান্নিধ্যে দীর্ঘ প্রায় এক মাস অবস্থান, স্বপ্নবাজদের স্বপ্নকেও হার মানাবে। স্বপ্নপুরুষের নিকট থেকে তাঁর সকল বিষয়ের 'আনোখা' ইযাজতগুলো লাভ করা! সুবহানাল্লাহ! বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কালামে পাকের বেশ কয়েকটি কেরাতের ক্লান্তিকর চর্চার উপরেও যে হজরতের ইজাজত মোহরাঙ্কিত হবে, কবেই-বা ভেবেছিলাম! ফালিল্লাহিল হামদু ওয়াল ফাদলু ওয়াল মিন্নাহ!! হযরত হাফেজ্জী যেভাবে শাইখুল হিন্দের সাথে মুসাফাহা করার কারণে গর্ব করতেন, আমিও একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে গর্ব করতে পারি-সেই মানুষটির একান্ত সান্নিধ্য আর তার কপোলে চুমু এঁকে দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যার শাগরেদরা সম্প্রতি নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। হজরতের সাথে একান্তে বহু আলাপ হয়েছে, যা আমি একান্ত স্মৃতি হিসেবেই রেখে দিতে চাই।

সবশেষে আহলে ইলম আলিমগণসহ পাঠকমহলের নিকট সনির্বন্ধ নিবেদন, দৃষ্টিতে পড়া মাত্র গ্রন্থস্থিত ভুলত্রুটি অবহিত করবেন।

আসলে কাজ তো অনেক হচ্ছে; কিন্তু মাকবুল কাজ কতগুলো হচ্ছে, এটা এখন বড় প্রশ্ন। উম্মাহর ঈমান আমলের হেফাজত ও হকের উপর আহলে ইলমের ইসতিকামাতের দোয়াও চাই সকলের কাছে। মহান রাব্বে কারিম সংশ্লিষ্ট সকলকে দীনের খেদমতে নিয়োজিত থাকার তাওফিক দিন। আমিন।

আশেকে মুফতিয়ে আজম
যুবাঈর আহমাদ
zamnoor622@gmail.com

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম।

বাদ আরজ,

হজরত আল্লামা মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজ সময়ে ইলমে দীনের এক বিরাট সমুদ্র ছিলেন। তার ব্যক্তিত্ব ও মহত্বের বিশালতা আকাশছোঁয়া সেই পাহাড়ের সমান, যার চূড়ার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মত সাহস, হিম্মত ও যোগ্যতা অর্জন করা আমার মত নগন্য তালেবে ইলমের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। হজরতের জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করা তো দূরের কথা, এ ব্যাপারে শুধু ধারণা অর্জন করার জন্যও প্রয়োজন বিরাট যোগ্যতা ও অনুপম দক্ষতা।

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হজরত মুফতি সাহেবকে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট পরিমণ্ডলে যেভাবে গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও পারদর্শিতা প্রদান করেছিলেন, সমকালীন যুগের খুব কম মনীষার ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছে। বিষয়ের একদম গভীরে প্রবেশ করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান চালিয়ে উপসংহার বের করে আনার মত অসাধারণ যোগ্যতা আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করেছিলেন। সেই সাথে হজরতের ব্যক্তিত্বের মাঝে সমন্বয় ঘটেছিল অসামান্য বিনয়, লৌকিকতামুক্ত নম্রতা, অকপটে সত্য গ্রহণ করার উন্নত মানসিকতা এবং সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে সত্য প্রকাশ করার মত উন্নত মানবীয় গুণাবলি। শেষোক্ত দুটি গুণ তো একজন বিশ্বমানের গবেষকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বরং আমি বলব, এই বৈশিষ্ট্যগুলো গবেষণার ক্ষেত্রে রূহ বা আত্মার সমপর্যায়ে রয়েছে। বহুবছর ধরে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানোর পর এই বৈশিষ্ট্যগুলো গবেষকের মাঝে ফুটে ওঠে। কিন্তু হজরতের ব্যক্তিত্বের মাঝে আল্লাহ তায়ালা এই গুণগুলো প্রাকৃতিকভাবে সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ!

আমরা ছোটবেলায় যখন কিতাব বিভাগে পড়াশোনা করতাম, তখন আমাদের উসতাদবৃন্দ আমাদের মত অলস ও কমজোর প্রকৃতির তালিবে ইলমদের সামনে সমকালীন আকাবিরদের আলোচনা টেনে আনতেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আকাবিরদের জীবনী আলোচনার মাধ্যমে হয়তো এদের মাঝে অধ্যয়নের শখ ও আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠবে। আমি আমার অধিকাংশ উসতাদের নিকট হজরত মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী সাহেবের ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি। আমার প্রাণপ্রিয় উসতাদে মুহতারাম হজরত মাওলানা ইয়াহইয়া মাদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব বেশি পরিমাণে হজরত মুফতি সাহেবের আলোচনা আমাদের সামনে তুলে ধরতেন। তিনি হজরতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে একথা বলতেন যে, 'হজরত মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রচুর পরিমাণে অধ্যয়ন করতে অভ্যস্ত ছিলেন।' আমরা হজরতের মুখে এ ঘটনা শুনেছি যে, হজরত মুফতি সাহেব জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া নিউটাউনের লাইব্রেরিতে মাগরিবের পর প্রবেশ করে ফজরের সময় বের হয়ে আসতেন। দীর্ঘকাল তার এই অভ্যাস ও রুটিন চলমান ছিল। সম্ভবত হজরত আমাদেরকে ১০ বছর অথবা ২০ বছরের কথা বলেছিলেন। এই মুহূর্তে আমার পরিপূর্ণ স্মরণে আসছে না, তবে সুদীর্ঘকাল হজরত মুফতি সাহেব এই রুটিনে চলেছেন, একথা আমাদের উসতাদ আমাদেরকে বারবার শোনাতেন। এরপর হজরত আমাদেরকে বলতেন, 'তোমরা আজকে যেই মুফতি আবদুস সালাম চাটগামীকে দেখছো, তার পেছনে হজরতের সুদীর্ঘকালের মেহনত ও মুজাহাদা লুকিয়ে রয়েছে।' এই আলোচনাগুলোর মাধ্যমে হজরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব আমাদেরকে কোনো বিষয়ের উপর গভীর অধ্যয়ন করার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি হজরত মুফতি সাহেবের গভীর, বহুমুখী ও দীর্ঘকালীন অধ্যয়নের ঘটনা শোনার মাধ্যমে প্রচণ্ডরকম উৎসাহিত হয়েছিলাম।

আমার অন্যান্য উসতাদও হজরতের শাগরেদ ছিলেন। তারাও সময়ে সময়ে আমাদেরকে হজরতের নানামুখী বৈশিষ্ট্য, অতুলনীয় বিনয় ও নম্রতা, একাগ্রচিত্তে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করার গল্পগুলো শোনাতেন। কখনো কখনো দরস চলাকালে আমার উসতাদবৃন্দ সমকালীন জটিল কঠিন ফিকহি মাসআলাগুলো আলোচনা করতেন; তখন বলে উঠতেন, আমাদের শায়খ হজরত মুফতি আবদুস সালাম সাহেব চাটগামী এই মাসআলাকে এই এই দলিলগুলোর মাধ্যমে অত্যন্ত ইনসাফের সাথে

সমাধান করেছেন। আমার (ইসমাইল রেহান) দুর্ভাগ্য, আমি কখনো তাঁর সরাসরি শিষ্যত্ব অর্জনের সুযোগ লাভ করতে পারিনি।

যখন চিংড়ি মাছ হালাল নাকি হারাম- এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হয়েছিল, অনেক ওলামায়ে কেরাম একে হারাম ফতোয়া দিয়েছিলেন; তখন হজরত মুফতি সাহেব রহিমাহুল্লাহ তার অসাধারণ যোগ্যতা ব্যবহার করে বিষয়ের গভীর, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণসাপেক্ষে এই মাসআলায় নিজের অবস্থান প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর নিকট চিংড়ি মাছ খাওয়া হালাল ছিল। পরে এই লেখাগুলো ব্যাপক সমাদৃত হয়। প্রকাশিত হয় প্রায় প্রতিটি জার্নাল, পত্রিকা ও মাসিকে। আমরাও তখন এটি অধ্যয়ন করেছিলাম। হজরত মুফতি সাহেবের অনুপম যোগ্যতা, অসাধারণ বিশ্লেষণশক্তি ও গবেষণাধর্মী পর্যালোচনার ব্যাপারে কিছুটা হলেও ধারণা লাভ করতে পেরেছিলাম সেসময়। পরবর্তী সময়ে হজরতের এই বিষয়ক প্রবন্ধগুলো একত্রিত হয়ে একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে বেশ কয়েকটি বিষয় আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রথমত, তথ্যসূত্রের প্রাচুর্য আমি মুফতি সাহেবের লেখায় দেখতে পেয়েছিলাম। একটি তথ্যের কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করে অন্য গবেষকদের জন্য পর্যালোচনার পথ মসৃণ করার মৌলিক গবেষণাপদ্ধতি আমি সে-সময় পরোক্ষভাবে তার নিকট থেকেই শিক্ষালাভ করি। দ্বিতীয়ত, তার লেখার ধরন ছিল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। নিজের অবস্থান শক্তিশালী ভঙ্গিতে তুলে ধরার পাশাপাশি ভিন্নমতের গবেষকদের যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার মত পর্বতপ্রমাণ উদারতা তাঁর লেখার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল।

সমকালীনদের সাথে হজরতের যখনই মতানৈক্য ও ইখতিলাফ হতো, তখন হজরত তার খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতা ব্যবহার করে আপন মত অত্যন্ত শক্তিশালী ভঙ্গিতে উপস্থাপন করতেন। একইসাথে ভিন্নমত পোষণকারী গবেষকদের প্রতি প্রদর্শন করতেন যথাযথ সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা। এত ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান আমি খুব কম মুফতি সাহেব ও বিদগ্ধ গবেষকের মাঝে দেখতে পেয়েছি। হজরতের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও ধরন আমাকে আমার গবেষণায় ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছে।

আমার মনে হয় এই বৈশিষ্ট্যগুলো একজন গবেষক তখনই অর্জন করতে পারেন, যখন গভীর জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আল্লাহওয়ালা বুজুর্গদের সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল সময় অতিবাহিত করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ! হজরতের ভাগ্যে এ দু'টি

বিষয় অর্জনের পরিপূর্ণ সুযোগ ঘটেছিল। আর তিনিও খোদাপ্রদত্ত মেধা, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা ব্যবহার করে এদুটি নেয়ামত থেকে প্রথমত নিজেকে এবং সমগ্র উম্মতকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহি আলা তামামিল মিন্নাহ!

সম্প্রতি জানতে পারলাম, হজরত মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী রহমাতুল্লাহি আলাইহির আত্মজীবনী প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। প্রথমে এটি তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় এবং পরবর্তীতে উর্দু ভাষাতেও ইদারাতুল মানহাল পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হবে। মাওলানা যুবাঈর আহমাদ সাহেব জানালেন, হজরতের জীবদ্দশাতেই আত্মজীবনীর কাজটি সম্পাদনা করে শেষ করেছিলেন। মাওলানা আমাকে হজরতের ব্যাপারে কিছু লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানালে আমি দুঃসাহস করে এই সুযোগটি গ্রহণ করি। হজরতের মত ব্যক্তিত্বের আত্মজীবনীতে দুটি কথা দিয়ে হলেও শরিক থাকার মতো সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাইনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে এমন আকাবির আসলাফের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পথচলার তাওফিক দান করেন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের সাহস, হিম্মত ও যোগ্যতা আমাদেরকে নসিব করেন। আমিন বিজাহি সাইয়িদিল মুরসালিন।

ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান[১]
হাসান আবদাল, আটক, পাকিস্তান।

[১]. মাওলানা ইসমাইল রেহান : 'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক।

# সূচিপত্র


বটবৃক্ষের ছায়ায় ..... ২৯
ক্ষণিকের মেহমানখানায় ..... ৩০
পড়াশোনায় হাতেখড়ি ..... ৩১
বাল্যসাথি ইয়াকুব ..... ৩৬
বাল্যভূমি ..... ৩৭
ফেরারি মনের ভাবনা ..... ৩৮
বিসমিল্লাহয় শুরু পথচলা ..... ৩৯
বলেনি কেউ কিছুই! ..... ৪২
মনোযোগী মন ..... ৪৩
বোয়ালিয়া থেকে বিদায়ঃ কিছু ঘটনা ..... ৪৪
ঘোর অমানিশায় পথের দিশা ..... ৪৬
বাবুনগরের সফর ..... ৪৮
বাবুনগরে আনুষ্ঠানিক যাত্রা ..... ৫০
অব্যক্ত বোঝা ..... ৫১
স্নেহময় ভালোবাসা ..... ৫২
যাদের মাধ্যমে দুনিয়ায় আসা ..... ৫৩
করাচিতে মরহুম আব্বাজান ও খালুজানের বারযাখি সফর ..... ৫৬
মদিনায় আব্বাজান ..... ৫৭
বাবুনগর থেকে জিরির পথে ..... ৫৮
আবার ঘুরে দাঁড়ানো ..... ৫৮

বাবুনগরের উসতাদবৃন্দ ৫৯
বাবুনগরে প্রথম বছর ৫৯
উসতাদদের কাছে পঠিত প্রাথমিক কিতাবের তালিকা ৬৫
স্মৃতিতে জিরি ৬৫
ভাবনার সমুদ্রে ৬৭
জিরিতে দাওরার উসতাদদের কাছে পঠিত কিতাবের তালিকা ৬৯
তাকমিলি জুনুন নাকি তাকমিলি ফুনুন ৭০
স্বপ্নের পুরুষ বাস্তবে ৭০
সফরের প্রস্তুতি ৭২
আস সাফারু ফিল বাহর ৭৪
আরবসাগর ৭৫
করাচি বন্দরে নতুন মুসাফির ৭৬
ইলমের রাজপ্রাসাদে রিক্তহস্ত পথিক ৭৮
প্রথম সালাম ৭৯
ওঁরা সত্যিই মুয়াদ্দাব ৮০
অগ্নিপরীক্ষা ৮২
তিক্ত ক্ষণগুলো ৮৩
বড় ছেলের বাড়ামো ৮৪
নিজেদের সামলে নেওয়া ৮৭
নববি হেকমত ৮৮
আমরা কে কজন! ৮৮
আহ! আম্মাজান! ৯০
নিউটাউনের দিনগুলো ৯১
স্মরণীয়দের শরণে ৯৪
বানুরিটাউনে দাওরার উসতাদদের কাছে পঠিত কিতাবের তালিকা ৯৪

মুফতি সাহেবের পঠনরীতি ৯৫
দরসের আল্লামা বানুরি ৯৬
আবাসিক চিত্রে নিউটাউন ৯৭
ঈদস্মৃতি ৯৮
জালালে ইদরিস ১০০
মাওলানা ইদরিস সাহেবের ইনতেকাল ১০১
পাঠানি উর্দু ১০২
প্যারালাইজড আল্লামা বানুরি ১০২
খতমে বুখারি : সাদামাটা আয়োজন ১০৩
মুফতি ওয়ালি হাসান সাহেব রহ. ১০৪
ওয়ালির বেলায়েত ১০৫
মুফতি সাহেবের মওদুদিয়াতঃ ঘটনার ইতিবৃত্ত ১০৭
সাথি নেই, আমিও নেই! ১০৯
গৃহপালিতের খোঁয়াড়ে ১১২
অগাধ আস্থা ১১৪
হায়দারাবাদ থেকে করাচি প্রত্যাবর্তন ১১৬
ওয়ালি সত্যিই ওলী ১১৮
অস্তিত্বে দারুল ইফতাঃ কল্পনা থেকে বাস্তবে ১১৮
উচ্চশিক্ষার রাজপথে ১২০
পরিশ্রমের মূল্যায়ন ১২২
আমিও মুফতি! ১২৩
অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য ১২৩
স্বপ্নে বানুরি ১২৫
বিনে পয়সার চাকরি! ১২৬
পা রাখলাম স্বপ্নময় কর্মজীবনে ১২৮
শুকরিয়া রজনী ১২৮

দেশীয় প্রতিক্রিয়াঃ বিদেশের মাটিতে ১২৯
ভুলব না দিনটি! ১২৯
পড়াশোনার কলাকৌশল ১৩০
ইলমের লোভে ১৩১
জহুরীর জওহর ১৩১
আদিগন্ত পথচলা ১৩২
শেষভরসা যখন আমি ১৩২
বিদায় বানুরি! ১৩৪
শাহাদাতপানে আলিমগণ ১৩৬
মুফতি নিজামুদ্দীন শামজাইর শাহাদাত ১৩৬
ড. হাবিবুল্লাহ মুখতার দেহলবি ১৩৮
শহিদ মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবি রহ. ১৩৯
অনাকাঙ্ক্ষিত অধ্যায়... ১৩৯
দারুল ইফতাঃ গোড়ার কথা ১৪২
জনতার জায়গায় কেন নয় মসজিদ ১৪৩
তুমি কীসের জজ! ১৪৩
কাঠগড়ায় মুফতি, আদালতে জনতা ১৪৫
অনমনীয় মুফতিঃ প্রেরণায় দেওবন্দ ১৪৭
মুফতিয়ে আজম, জিন্দাবাদ! ১৪৮
মিশন ইসলামাবাদ! ১৪৯
পিন্ডিতে কারফিউ ১৫০
মুফতি তাকি উসমানির (হাফিজাহুল্লাহ) অবস্থান ১৫১
প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ও তার ঐতিহাসিক দূরদর্শিতা ১৫১
পেছন দরজায় প্রধানবিচারপতি ১৫২
জনতার আদালতে ইসলামের বিজয় ১৫৩
‘প্রশ্নবিদ্ধ’ সমান অধিকার! ১৫৪

পালটাপালটি কলাম ১৫৫
অ্যাটর্নি জেনারেল দারুল ইফতায় ১৫৫
কালিমা পড়ানোর সৌভাগ্য ১৫৬
আমিও কাঠগড়ায়... ১৫৭
উলাইকাল কিবার... ১৫৮
নতুন ছকে দারুল ইফতা ১৫৯
দুর্বল কাঁধে সদর মুফতির ভার ১৫৯
স্মরণে সহমর্কীরা ১৬০
শহিদ ইউসুফ লুধিয়ানবি নিউটাউনে ১৬০
শহিদ মুফতি নিজাম শামজাই ১৬১
মজলিসে হাজিরা ১৬১
লক্ষ্যপানে মুফতিয়ান ১৬৫
জমিয়তের আদর্শিক বিভাজন ১৬৬
ভুট্টো-মাহমুদ লিয়াজোঁ ১৬৭
মজলিসে অংশগ্রহণ ১৬৯
মতের অমিল ১৭০
মুফতি মাহমুদের ইনতেকাল ১৭১
প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার নতুন দিগন্ত ১৭২
ফোকলা ইসলামি ব্যাংকিং ১৭৩
দুঃখজনক স্মৃতি ১৭৪
নিউটাউনের পত্র-পল্লব ১৭৬
বানুরিয়া আলামিয়া! সাইট অ্যারিয়া ১৭৭
জনগণের সেবায় নিউটাউন ১৭৭
তিলকাল আইয়াম ১৭৮
মুফতির স্মরণে ১৮০
মুফতি ওয়ালি হাসান টুংকির ওফাত ১৮১

দারুল উলুমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ..... ১৮৩
আসানিদে হাদিস ..... ১৮৪
হাটহাজারির দারুল ইফতা ..... ১৮৭
জিহাদে আফগান... ..... ১৮৮
আফগানি বৈশিষ্ট্য ..... ১৯১
ভ্রান্তদের বিভ্রান্তি ..... ১৯১
সফরে হেজাজ ..... ১৯২
আমলের বরকত ..... ১৯৩
গায়েবি ইশারা ..... ১৯৪
মায়ের দোয়া! ..... ১৯৬
পদে পদে পেরেশানি ..... ১৯৭
আর কত দেরি পাঞ্জেরি! ..... ১৯৯
স্মৃতিপাতায় হেজাজ ..... ২০০
মতানৈক্যেই রহমত ..... ২০১
গণতন্ত্র ও ইসলাম ..... ২০৩
সাম্প্রতিক আফগানিস্তানঃ বিশ্বমুসলিমের মুক্তি ..... ২০৪
দারুল ইফতা ও আফ্রিকা সফর ..... ২০৬
আর চলে না শরীর! ..... ২০৯
বড়দের স্নেহ ..... ২১১
আফ্রিকার ডাক ..... ২১১
আলো নিয়ে অন্ধকারে ..... ২১৪
হয়েও হলো না! ..... ২১৬
সাথিদের সাথে ..... ২১৮
সফরে সুলুক ..... ২১৯
নানুপুরঃ গোড়ার ইতিহাস ..... ২২০
উদ্যমে ভাটা ..... ২২৩

শূন্য হৃদয়, বসে না মন ..... ২২৩
লাজুক আবেদন! ..... ২২৪
নক্ষত্রের আগমন! ..... ২২৬
আদবঃ বড়রা যেভাবে দেখিয়েছেন ..... ২২৭
শায়েখের সোহবতে সালিকের অভিজ্ঞতা ..... ২২৯
একেই বলে দীনদারিঃ এরই নাম সমঝদারি ..... ২৩০
দুঃসহ দিনগুলো ..... ২৩১
আলস্যে মাহরুমি ..... ২৩২
সুলতানি খেলাফত ..... ২৩৪
খোয়াবি ইজাজত! ..... ২৩৪
আমার সালাসিল ..... ২৩৭
অসামান্য ত্যাগঃ অনন্য প্রাপ্তি ..... ২৩৮
সুযোগের সন্ধানে আমি... ..... ২৪১
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ..... ২৪২
পারিবারিক জীবন ..... ২৪৪
থানাজুড়ে প্রস্তাব! ..... ২৪৬
জীবনের প্রয়োজনে মাসনা ..... ২৫০
ছেলেমেয়ে ..... ২৫২
দীনি প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত রূপায়ণ ..... ২৫২
আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিউটাউন ..... ২৫৩
দুঃজনক বাস্তবতা ..... ২৫৪
বাণিজ্যিক হিফজ বিভাগ ..... ২৫৫
তারবিয়াঃ আদর্শ প্রতিষ্ঠানের অবশ্য-বৈশিষ্ট্য ..... ২৫৬
কওমি সনদঃ প্রত্যাশা, বাস্তবতা ও লক্ষ্যমাত্রা ..... ২৫৭
পাকিস্তানে সরকারি সনদ ..... ২৫৮
হিন্দুস্থানের বাস্তবতা ..... ২৫৯

নিম্নমানের কিছু সুবিধা ..... ২৬০
আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাঃ একটি অনন্য প্রস্তাব ..... ২৬১
আমার দুঃসাহস! ..... ২৬৩
বৃহত্তর ঐক্যঃ প্রেক্ষিত উলামায়ে পাকিস্তান ..... ২৬৪
বৃহত্তর ঐক্যের অতীত ঐতিহ্য ..... ২৬৫
প্রয়োজন ইমামে আযমের যুগে ফিরে যাওয়া! ..... ২৬৬
এরাই টিকে যাবে! ..... ২৬৮
সাথির তরে ব্যাকুল হৃদয় ..... ২৬৯
বিশেষায়িত যোগ্যতার পথে পা বাড়ান... ..... ২৭০
দাবি পূরণে চাই প্রতিজ্ঞ হৃদয় ..... ২৭২
আমার ভাইয়েরা...! ..... ২৭৩
ক্ষণিকের ডেরায়..! ..... ২৭৪
শুধুই উৎসাহের জন্য! ..... ২৭৫
যাপিত জীবনের কিছু প্রাপ্তি ..... ২৭৬
আহ! যদি পারতাম! ..... ২৭৮
খিদমাতুল উম্মাহঃ রফিকিল আ'লা ..... ২৮০
অজানা অধ্যায় ..... ২৮১
গন্তব্য যখন লাহোর ..... ২৮৩
কালামে পাকের বরকত ..... ২৮৪
অন্তিম প্রকল্পগুলো... ..... ২৮৫

## বটবৃক্ষের ছায়ায়

অনুলেখকঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। হজরত, আমরা শুরুতেই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আপনি আমাদেরকে আপনার সকল ব্যস্ততা ও পেরেশানির মাঝেও সময় দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাঁর ইচ্ছা ও শান অনুযায়ী বিনিময় দান করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে সুস্থতা দান করুন। সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করুন। দীনে ইসলাম ও ইলমে নববির খেদমতে আমৃত্যু বহাল রাখুন। আমিন।

আমরা একটি উদ্দেশ্যে আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। বড়দের নিকটে শুনেছি, আলবারাকাতু মাআ আকাবিরিকুম।[২] বরকত আকাবিরদের কাছে রয়ে গেছে। এই বরকত নিজেরা গ্রহণ করা ও জাতির কাছে আপনার মতো জীবন্ত কিংবদন্তির (আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সকল বদনজর থেকে হেফাজত করুন, নাহসাবুকা সালিহান ওয়া লা নুঝাক্কী আলাল্লাহি আহাদান) জীবনগাথা তুলে ধরার লক্ষ্যে আপনারই জবানিতে আপনার জীবনকথা সংগ্রহ করতে চাই। আপনার ব্যস্ততম সময় থেকে প্রতিদিন সামান্য কিছু পেলে আমরা হয়তো এই প্রকল্পটি একটি গন্তব্যে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হতাম। এই অঞ্চলে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখায় অবদান রেখে যাওয়া মনীষীদের জীবনী তাদেরই জবানিতে তুলে ধরার একটি বৃহৎ প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি। ইনশাআল্লাহ, এই প্রকল্পটি অব্যাহত থাকলে দেশ ও জাতি অশেষ উপকৃত হবে বলে আশা রাখি।

হযরতঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়িদিল মুরসালীন। ওয়া আলা আলিহী ওয়া-সাহবিহী আজমাইন।

---

[২]. মুসতাদরাকে হাকেম, তাবারানি, বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ। (البركت مع ۔ كابركم )

আপনাদের উদ্দেশ্য ও মাকসাদ মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। কিন্তু আমি তো বর্তমানে জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে গেছি। স্মরণশক্তিও আগের মতো সঙ্গ দেয় না। তা ছাড়া আমার জীবনকথা জাতিকেও বিশেষত প্রিয় তালিবানে ইলমদের কতটুকু উপকৃত করবে, সেটিও বড় প্রশ্ন বটে! তবু আপনাদের অনুরোধে আমি দৈনিক কিছু সময় দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার স্বাস্থ্যও এখন আগের মতো নেই। ইচ্ছামতো চলাফেরা করতে পারি না। এতকিছুর পরেও আলহামদুলিল্লাহ, আমার মালিক আমাকে ভালো রেখেছেন, দীনের মেহনতে সামান্য পরিসরে হলেও যুক্ত রেখেছেন, তালিবানে ইলমের খেদমত করে যেতে পারছি, এতেই আমি খুশি, আলহামদুলিল্লাহ। আমার মালিক যেন আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই অল্পবিস্তর খেদমত করে যাবার সুযোগ দেন, এই দোয়া করবেন।

## ক্ষণিকের মেহমানখানায়

(আমার পৃথিবীতে আসা, কিছু টুকরো শৈশবস্মৃতি আর বাল্যকাল নিয়ে সামান্য আলোচনা)

দেখুন, আমরা এমন একটি যুগে শৈশব কাটিয়েছি, যখন স্কুলে ভর্তি বা পড়াশোনায় হাতেখড়ির সময় নিজের জন্মসাল ও দিন-তারিখ জানাটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমিও যখন প্রথম স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, আমার সাথেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ফলে একদম নিশ্চিত হয়ে জন্মসাল ও তারিখ বলা আমার পক্ষে সম্ভব না। কিছুটা অনুমাননির্ভর হয়ে এবং তার চেয়ে বেশি সামসময়িক ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে নিদেনপক্ষে জন্মসালটুকু ধারণা করা সম্ভব। আমাদের পরিবারের মুরুব্বিরা আমাদেরকে এভাবে জানাতেন যে, অমুক বছরে তোমার জন্ম। আমরা সেভাবেই ব্যাপারটি মেনে নিতাম। তাদের নিজেদেরও এই বিষয়গুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংরক্ষণ করে রাখার খুব একটা প্রচলন ছিল না। আমরা একই বয়সি তিনজন ছিলাম। একজন আমার দূরসম্পর্কের চাচাতো (জেঠাতো) ভাই। তাঁর নাম ছিল (মাওলানা মুহাম্মাদ) ইয়াকুব। আরেকজন ছিল আমার আপন চাচাতো ভাই। সে আমার চেয়ে সতের দিনের ছোট ছিল। মাত্র দু সপ্তাহের ছোট হবার পরেও সে আমাকে 'বড় ভাই' বলে সম্বোধন করত। তার নাম ছিল নুরুল আলম। আমার এই ভাইটির ছোট বয়সে ইনতেকাল হয়ে যায়। আর (মাওলানা) ইয়াকুব আমার চেয়ে

এক বছরের বড় ছিল। তাঁর বাবার নাম ছিল মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল। উনি দারুল উলুম দেওবন্দের ফাজিল[৩] ছিলেন। আমরা দুজন একসাথেই খেলাধুলা করতাম। বাচ্চাদের জন্য নির্ধারিত মসজিদের মক্তবেও আমরা একসাথে যাওয়া-আসা করতাম। আমার আব্বা আমাদেরকে দুটো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। একইসাথে। প্রথমে আমরা মক্তব-ধরনের একটি মাদরাসায় যেতাম। সেখানে কায়দায়ে বোগদাদী[৪] ও আম্মাপারা[৫] পড়ানো হতো। এখানে আমরা যেতাম সকাল সকাল। মাদরাসা থেকে এসে নাশতা করে দশটার সময় আবার ছুটতে হতো স্কুলমুখে। বাড়ির কাছেই একটি স্কুল ছিল। আমার মনে পড়ে, আমি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন মুসলিম বাংলা শিক্ষা নামে একটি ঘণ্টা হতো। স্কুলে থাকতেই আমার নামের বাংলা বানান প্রথমবার লেখা হয়। সেসময় স-এর ব্যবহার ছ-এর মাধ্যমে হতো। ফলে আমার নামের বানান যেমনটা আপনারা দেখে থাকবেন, আবদুস সালামের পরিবর্তে আবদুচ্ছালাম লেখা হয়। প্রচলনের সাথে এই বৈপরীত্য এলে তখন থেকেই চলে আসছে। আমার যেহেতু পাসপোর্ট অনেক পুরোনো, তাই বানান সংশোধন আর করা হয়ে ওঠেনি। তেমন প্রয়োজনও বোধ করিনি।

আমার জন্মসালের ব্যাপারে আমার আব্বাজান আমাকে বলেছিলেন, তোমার জন্ম ৪৩ (১৯৪৩) অথবা ৪৪ (১৯৪৪) সালে। অবশ্য আমার যে চাচাতো ভাই ছিল সে আমাকে বলত, তোমার জন্ম ৪৫ (১৯৪৫) সালে। আর আমার (চাচাতো ভাইয়ের) জন্ম ৪৪ (১৯৪৪) সালে। আমার আম্মা বলেছিলেন তোমার জন্মের পরবর্তী বছর বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সে হিসেবে ১৯৪৩ সালই আমার সঠিক জন্মসাল হবে বলে মনে করছি। কিন্তু মাস ও তারিখের ব্যাপারে নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি কিছুই।

## পড়াশোনায় হাতেখড়ি

সে যুগে বাচ্চাদের আলিফ বা তা-এর সবক দেওয়ার সময় সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হতো। এরপর শুরু হতো মাদরাসা বা স্কুলগমন। স্কুলে আমি শুধু প্রথম শ্রেণি পর্যন্তই পড়ি। এরপর স্কুল ছেড়ে দিই। এসময় মাদরাসায় আমি এক বছরে কায়দা ও

---

৩. গ্র্যাজুয়েট। শিক্ষা সমাপনকারী।

৪. আরবি ভাষার পাঠদান গ্রহণের লক্ষ্যে প্রথম যেই ঐতিহ্যবাহী পুস্তিকা পড়ানো হয়। আমরা প্রচলিত অর্থে যাকে নুরানি কায়দা বলে থাকি।

৫. কুরআন মাজিদের ত্রিশতম পারা। ধারাবাহিক তেলাওয়াতে অভ্যস্ত করার জন্য এই পারা প্রশিক্ষণ হিসেবে পড়ানো হয়।

আম্মাপারা এবং পরবর্তী বছরে কুরআন মাজিদ একবার খতম করি। কুরআন মাজিদের সাথে আলাদা একটা অকৃত্রিম বন্ধন গড়ে ওঠে এই সময়। আমার কচি মনে এই ভাবনা খেলত যে, আমাকে এই বন্ধন আরও দৃঢ় করতে হবে। এই ভাবনা থেকেই আব্বাকে সাহস করে একদিন বলে বসলাম, আমি আর স্কুলে যেতে চাচ্ছি না। পড়লে আমি মাদরাসাতেই পড়ব। দু-বছর তো বাড়ির কাছে পড়লাম। এখন একটু ভালো মাদরাসায় পড়তে মন চাচ্ছে। আসলে আমার মধ্যে এই স্পৃহা এসেছিল বাড়ির পাশের মাদরাসার সম্মানিত উসতাদবৃন্দের স্নেহদৃষ্টির বরকতে। কাকতালীয়ভাবে আমার কায়দা, আমপারা ও নাজেরা[৬] বিভাগের তিনজন উসতাদই ছিলেন হজরত মাদানির[৭] সরাসরি শিষ্য। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মাওলানা

---

৬. দেখে দেখে কুরআন মাজিদ পাঠের প্রশিক্ষণ।

৭. আল্লামা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি একইসঙ্গে ভারতবর্ষের মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশক ছিলেন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের 'সদরে মুদাররিস' (পরিচালক) ছিলেন।

সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. ১৯ শাওয়াল ১২৯৬ হিজরিতে (১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতের উত্তরপ্রদেশের 'উন্নাও' জেলার 'বাঙ্গারমৌ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাইয়েদ হাবিবুল্লাহ তার নাম রাখেন হুসাইন আহমদ। তবে তাঁর পারিবারিক নাম ছিল 'চেরাগে মুহাম্মদ'। তিনি ছিলেন হুসাইন রা.-এর বংশধর। ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁর পূর্বপুরুষরা মদিনা থেকে তিরমিজ হয়ে লাহোরে আসে এবং সেখান থেকে ভারতের ফয়জাবাদ জেলার এলাহাবাদে বসতি স্থাপন করে। পারিবারিক পরিমণ্ডলেই শাইখুল ইসলাম মাদানির শিক্ষাজীবন শুরু হয়। বাবা-মায়ের কাছেই তিনি হিফজ সম্পন্ন করেন। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শিক্ষকদের ভেতর শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ.-এর প্রভাবই তার ওপর সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

১৯২০ সালে শাইখুল হিন্দের নির্দেশে তিনি কলকাতার একটি মাদরাসার প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২১ 'ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করা হারাম' ফতোয়া দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। দুই বছর কারাবাসের পর ১৯২৩ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং মুহাদ্দিস হিসেবে সিলেটে আগমন করেন। পাঁচ বছর সিলেটে অবস্থানের পর ১৯২৮ সালে তিনি দেওবন্দের সদর মুদাররিস পদে যোগদান করেন। এরপর আজীবন এই পদে বহাল ছিলেন।

শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানির আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষক ছিলেন মুফতি রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গাঙ্গুহি রহ.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর কাছ থেকেই খেলাফত লাভ করেন। তবে তিনি হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.-এর সান্নিধ্যও লাভ করেন। মাদানি রহ.-এর শিক্ষা আন্দোলন ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল। তাঁর প্রচেষ্টায় আসাম ও সিলেট অঞ্চলে অসংখ্য দীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।